International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 104-110
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.201

সর্বোদয় এবং উপযোগবাদ: একটি তুলনামূলক আলোচনা

ঝুমা মণ্ডল

আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 17.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper presents a comparative study between Mahatma Gandhi's concept of Sarvodaya and the Western ethical theory of Utilitarianism. While both philosophies emphasis human welfare as the ultimate goal, their foundational assumption, ethical methods and views on individual and society differ significantly. Utilitarianism, primarily developed by thinkers such as Jeremy Bentham and John Stuart Mill, advocates the principle of "The greatest happiness of the greatest number" as the fundamental criterion of moral action. In contrast, Gandhian Sarvodaya, articulated and practiced by Mahatma Gandhi, envisions the holistic upliftment of all with special emphasis on moral, social and economic welfare of the weakest and most marginalized individuals. The objective of this study is to examine the philosophical foundations, ethical assumptions and practical implications of both doctrines. The objective of this study is to examine the philosophical foundations, ethical assumptions and practical implications of both doctrines. The analysis reveals that Utilitarianism is predominantly outcome oriented. Sarvodaya, on the other hand, is rooted in moral idealism, non-violence, truth and human dignity, emphasizing that ethical ends must be achieved through ethical means. The paper aims to analysze these similarities and differences in contemporary ethical and social context.

Keywords: Sarvodaya, Utilitarianism, Gandhi, Ethics, Welfare, Moral Philosophy

ভূমিকা:

আধুনিক নৈতিক ও সামাজিক দর্শনের আলোকে 'মানবকল্যাণ'-এর ধারণা এক কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য উভয় নীতিদর্শনেই আমরা 'মানবকল্যান'-এর আলোচনা পেয়ে থাকি। ভারতীয় নীতিদর্শনে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রবর্তিত 'সর্বোদয়'-এর ধারণা এবং পাশ্চাত্য নীতিদর্শনে জেরেমি বেন্থাম ও জনস্টুয়ার্ট মিল প্রবর্তিত 'উপযোগবাদ' এর ব্যতিক্রম নয়। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত 'সর্বোদয়' এবং পাশ্চাত্য 'উপযোগবাদ'- এই তত্ত্ব দুটি ভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বিকশিত হলেও উভয়েরই চূড়ান্ত লক্ষ্য 'মানবসমাজের কল্যাণ বা হিতসাধন'। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত 'সর্বোদয়' ধারণা কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটি কর্মসূচি নয়; বরং এই ধারণা একটি সমন্বিত নৈতিক ও সামাজিক দর্শন, যার ভিত্তি সত্য, অহিংসা, আত্মশুদ্ধি, স্বরাজ ও সর্বস্তরের মানুষের মর্যাদাপূর্ণ উন্নয়ন। অপরক্ষেত্রে, জেরেমি বেন্থাম ও জনস্টুয়ার্ট মিল প্রবর্তিত 'উপযোগবাদ' তত্ত্বের নৈতিকতার মানদন্ড হল 'সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক সুখ সাধন'। তবে উভয় দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও তাদের ভিত্তি ও পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। 'উপযোগবাদ' হল পরিণামবাদ বা ফলাফলবাদের বা Consequentialism- এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। এই মতে কোনো কাজের নৈতিক মূল্যায়ন হবে তার উপযোগীতা বা ফলাফলের ভিত্তিতে। অন্যদিকে সর্বোদয়ে ফলাফলের পাশাপাশি উপায়কেও

সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। গান্ধীজির মতে উপায় শুদ্ধ না হলে, শুদ্ধ লক্ষ্যও অর্জন করা সম্ভব নয়। সর্বোদয়ে সমাজের বঞ্চিত মানুষের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই গবেষণাপত্রে প্রথমে গান্ধীজির 'সর্বোদয়' ধারণা সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে এবং পরবর্তীতে বেন্থাম ও মিল প্রবর্তিত 'উপযোগবাদ' ধারণা সংক্ষেপে আলোচিত হবে। পরে গান্ধীজির 'সর্বোদয়' এবং বেন্থাম ও মিল প্রবর্তিত 'উপযোগবাদ' কি একই লক্ষ্য পূরণের দুটি ভিন্ন উপায়? অথবা এদের মধ্যে কি লক্ষ্যগত কোনো পার্থক্য বা নৈতিক বিরোধ রয়েছে? যদি এই দুটি ধারণার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে, তার গুরুত্ব কতখানি? তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জীবনে কি উভয় প্রকার তত্ত্ব সমান ভূমিকা পালন করে? আধুনিক সমাজে কোন তত্ত্বটি সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ?- এই সকল প্রশ্নগুলির যথা সম্ভব উত্তর দেওয়ার সঙ্গে গান্ধীজির সর্বোদয় ও উপযোগবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি, সামাজিক প্রয়োগ ও মানবকল্যাণের ধারণাকে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে।

সর্বোদয়: মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ইংরেজ লেখক রাস্কিনের 'Unto This Last' গ্রন্থটি পাঠ করে অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং গ্রন্থটি গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করে নাম দেন 'সর্বোদয়'। সর্বোদয় শব্দটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত সর্ব ও উদয়। 'সর্ব' শব্দের অর্থ হল 'সকলের' এবং 'উদয়' শব্দের অর্থ হল 'কল্যাণ' বা 'হিতসাধন'। সুতরাং আক্ষরিকভাবে সর্বোদয়ের অর্থ হল "সকলের কল্যাণ বা হিতসাধন"। কাজেই শুধুমাত্র নামের মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারছি যে, সর্বোদয় কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা জাতি বা গোষ্ঠীর কল্যাণ বা হিতসাধন নয়; এ হল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কল্যাণ বা হিতসাধন। প্রেম-প্রীতি অহিংসা ও সত্যের দ্বারা সকলের কল্যাণ বা হিতসাধন। গান্ধীজি নিজের 'আত্মকথায়' সর্বোদয়ের তিনটি সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন—

(i) সকলের মঙ্গলের মধ্যেই ব্যক্তির মঙ্গল নিহিত।

(ii) উকিল ও নাপিতের কাজের মূল্য একই রকম হওয়া উচিত। কারণ জীবিকা উপার্জনের অধিকার উভয়েরই সমান।

(iii) শ্রম ভিত্তিক কৃষক ও মজুরের জীবনই আদর্শ জীবন।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি থেকে একথা স্পষ্ট যে, সর্বোদয় সমাজে ব্যক্তি ধনী বা দ্রারিদ্র হোক, স্পৃশ্য বা অস্পৃশ্য হোক, ভূমিহীন বা ভূম্যধিকারী হোক, দুর্বল বা শক্তিমান হোক, নির্বোধ বা বুদ্ধিমান হোক, জ্ঞানী বা অজ্ঞানী হোক সকলকেই সাম্যদৃষ্টিতে গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ সর্বোদয় সমাজে সকলেই সমান, সকলেই সমান শ্রদ্ধার অধিকারী। সর্বোদয় সমাজে ব্যক্তি যে কোনো জীবিকা গ্রহণ করুক না কেন, তার কাজের মূল্য সমান হবে। এখানে কাজের ভিত্তিতে কোনোরূপ বিভাজনকে সমর্থন করা হয় না।

সর্বোদয় সমাজে কোনো প্রকার অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকবে না, এখানে অর্থনৈতিক সমতার নীতি প্রযোজ্য। এই সমাজে প্রত্যেকে নিজ শ্রম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সামগ্রী লাভ করবে। এই মতে, প্রত্যেকের কল্যাণ বা হিতসাধনে প্রত্যেকেই নিয়োজিত থাকবে। অর্থাৎ সকলের প্রাথমিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সকলেই শ্রম দান করবে। সকল সদস্যদের মধ্যে থাকবে একে অপরের প্রতি প্রেম-প্রীতি ও শ্রদ্ধা এবং এরূপ অনুভবই হবে সর্বোদয় সমাজের ভিত্তি। গান্ধীজির মতে সর্বোদয় সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে আত্মসুখ, স্বাচ্ছন্দ্য বা আত্মস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে আত্মত্যাগ বা পরার্থের পথকে বেছে নিতে হবে। এই পথ কষ্টকর হলেও তাকে জয় করতে হবে; তবেই প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে গড়ে উঠবে এক সুন্দর ও মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক। ভারতবর্ষ মূলত কৃষি নির্ভর, গ্রাম প্রধান দেশ এবং গ্রামই হল ভারতীয়দের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। ফলে ভারতের উন্নয়নের জন্য সবার আগে দরকার গ্রাম সমাজের আর্থিক উন্নয়ন ঘটানো, গ্রামগুলিতে রুজি-রোজগারের ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো, উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা গ্রামবাসীদের দারিদ্রতা, অজ্ঞতা, অপচিকিৎসা থেকে উদ্ধার করা এবং প্রতিটি গ্রামকে শিক্ষা, শাসন, প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন ও বন্টনের দ্বারা স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তোলা। গান্ধীজির মতে, সর্বোদয়

সমাজের প্রথম ধাপ হল অনগ্রসর ও অবহেলিত গ্রামগুলির যথাযথ বিকাশ ঘটানো। সর্বোদয় সমাজের আর্থিক মেরুদন্ড হবে কৃষি ও কিছু ক্ষুদ্র ও মাঝারি মাপের শিল্প। সর্বোদয়ের প্রথম ধাপে 'Government by Village' বা 'গ্রাম-রাজ' প্রতিষ্ঠিত হবে। গ্রামের মানুষরাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের নির্বাচন করবে এবং থানা পঞ্চায়েতের নির্বাচন করবে। এভাবেই গড়ে উঠবে গ্রামীন স্বশাসন। তবে এই সমগ্র নির্বাচনে কোনো প্রকার দলীয় রাজনীতি গুরুত্ব পাবে না। এভাবে গঠিত হবে 'দলহীন গণতন্ত্র' বা 'Partyless Democracy'। এরূপ সমাজে কোনো শ্রেণি থাকবে না এবং থাকবে না কোনো শ্রেণিসংঘাত। এই 'Government by Village' বা 'গ্রাম রাজ' হবে এক স্বশাসিত দলহীন গণতন্ত্র।

আগেই বলেছি, 'গ্রাম-রাজ' প্রতিষ্ঠা হল সর্বোদয়ের প্রথম ধাপ। গ্রাম-রাজ প্রতিষ্ঠিত হলে ধীরে ধীরে এর পরিধির বিস্তার ঘটবে এবং রাষ্ট্রও তার প্রকৃতি বদলাবে। এভাবেই গড়ে উঠবে রামরাজ্য এবং এই রামরাজ্যই হল প্রকৃত সর্বোদয় সমাজ। গান্ধীজির দর্শনে 'সর্বোদয়'-শুধুমাত্র মানুষের কল্যাণ বা হিতসাধনেরই কথা বলে না বরং সকল জৈব সত্তারই হিত সাধনের কথা বলে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিশ্বনাথ প্রসাদ ভার্মা বলেছেন – "Gandhi's Sarvodaya has its roots in the Vedantic Concept of the Spiritual Unity of existence and the Gita-Buddhistic concept of Sarvabhutahita or the good of all living beings."[১] এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সর্বোদয়ের আদর্শ কেবল মনুষ্য কেন্দ্রিক নয়; বরং এখানে সকল মানুষের উদয়ের কথা স্বীকার করার পাশাপাশি মনুষ্যেতর প্রাণী ও উদ্ভিদের বা সর্বভূতের কল্যাণ বা হিতসাধনের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সর্বোদয়ের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে এবং তা হল 'আধ্যাত্মিক দিক'। অর্থাৎ, গান্ধীজি রাজনীতিকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষে সংশোধন করার কথা বলেছেন।

গান্ধীজির সর্বোদয় ভাবনা বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে। যেমন, অনেকের মতে সর্বোদয় একটি অবাস্তব ও কাল্পনিক (Utopia) মতবাদ। কারণ প্রকৃতিগতভাবে মানুষ স্বার্থপর ও ঈর্ষাপরায়ণ। কাজেই এরূপ মানুষের পক্ষে আত্মত্যাগ, সত্য, প্রেম-প্রীতি আদর্শকে অবলম্বন করে বাস্তবে সর্বোদয় সমাজ গড়ে তোলার সম্ভাবনা সংশয়পূর্ণ হয়ে ওঠে। তাছাড়া অনেকের মতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও সর্বোদয় ভাবনা বাস্তবসম্মত নয়। কেননা কোন একটি বিশেষ বিষয়ে সকলের সম্মতি না থাকতেও পারে। তবে বিভিন্ন সমালোচনা সত্ত্বেও গান্ধীজীর সর্বোদয় ভাবনার দার্শনিক মূল্য অবশ্য স্বীকার্য। কারণ সর্বোদয়, সমাজের শেষ মানুষটিরও কল্যাণের কথা বলে। যা সম্পূর্ণ ও উন্নত সমাজ গঠনে অত্যন্ত জরুরী। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গান্ধীজীর সর্বোদয় আদর্শ এক মানবতাবাদী ও উদার ভাবনা। 'গান্ধীজি সর্বোদয়ের কথা বললেও তিনি সর্বোদয়কে মানব সমাজের অন্তিম আদর্শ বলেননি। কেননা সমাজ বিবর্তনের শেষ কথা বলে কোন পদ্ধতি থাকতে পারে না। তবে সর্বোদয় যে আধুনিকতম আদর্শ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই 'সকলের হিতসাধন'-এ প্রত্যাশী এই আদর্শে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের এক অপূর্ব সমাহার লক্ষ্য করা যায়।[২]

উপযোগবাদ: নীতিশাস্ত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিনামবাদী তত্ত্ব হল 'উপযোগবাদ' (Utilitarianism)। অষ্টাদশ শতকে হাচিসন্ সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে বলেন– সদাচরণের বস্তুগত লক্ষ্য হচ্ছে 'সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখ।' এটিই পরবর্তীকালে উপযোগ নীতি নির্ধারক উক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

> "Hutcheson actually stated that the objective or 'material end' of good conduct is 'the greatest happiness for the greatest number' the phrase that came to be the slogan of English Utilitarianism."[৩]

উপযোগবাদের নীতিটি হল– 'সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক সুখ সাধন' (The Greatest happiness of the greatest number)। উপযোগবাদে বলা হয়– "যথোচিত, অনুচিত ও বাধ্যবাধকতা প্রভৃতি একমাত্র নির্ধারক

হল উপযোগনীতি, এই নীতি অনুসারে আমাদের সকল কাজের লক্ষ্য হবে অকল্যাণকে পরিহার করে জগতে যথাসম্ভব বেশি কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা।"

> "The ultimate standard of right, wrong and obligation is the principle of utility, which syas quite strictly that the moral end to be sought in all we do is the greatest possible balance of good over evil."[৪]

আমরা ফলাফলভিত্তিক এই তত্ত্বের একটি সুসংগঠিত রূপ পাই – উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের জেরেমি বেন্থাম ও জনস্টুয়ার্ট মিলের রচনায়। এই দুজন দার্শনিক নৈতিক বিচারের মানদন্ডরূপে উপযোগ নীতিকে গ্রহণ করেন। এদের মতে – মানুষকে তার কাজের মধ্যে দিয়ে যথাসাধ্য বহুজনের হিত বা কল্যাণ সাধন করতে হবে এবং যে কাজ বহুজনকে সুখ বা আনন্দ দেয়, সেই কাজই বহুজনের হিত বা কল্যাণ সাধন করে। উপযোগিতাকে নৈতিক বিচারের মানদন্ডরূপে গ্রহণ করায় বেন্থাম ও মিলের পরসুখবাদকে 'উপযোগবাদ' বা 'হিতবাদ' বলা হয়। প্রসঙ্গত বলা দরকার, উপযোগবাদীরা কল্যাণ বা হিতসাধনকে সুখের সাথে এবং অকল্যাণকে দুঃখের সাথে তুলনা করেন। এই কারণেই, উপযোগবাদকে 'পরসুখবাদ' বলা হয়। এই মতবাদ অনুযায়ী, যে কাজ বহুজনের হিত সাধন করে তা ভালো বা যথোচিত; আর যে কাজ বহুজনের হিত সাধন করে না তা মন্দ বা অনুচিত। বেন্থাম ও মিল উভয়ই উপযোগীবাদী হলেও উভয়ের মতের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। বেন্থাম উপযোগবাদকে একটি গাণিতিক পরিমাপযোগ্য নৈতিক তত্ত্বের রূপ দিতে চেয়েছিলেন, যেখানে সুখ-দুঃখের হিসেবের উপর নির্ভর করেই নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। অন্যদিকে মিল বেন্থামের উপযোগবাদ তত্ত্বকে সংশোধিত করে তার সাথে গুণগত সুখ-এর ধারণা যুক্ত করে উপযোগবাদকে এক নতুন রূপ প্রদান করেন। এখন জেরেমি বেন্থাম ও জনস্টুয়ার্ট মিলের উপযোগবাদ নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হল–

জেরেমি বেন্থাম ছিলেন ইংল্যান্ডের একজন দার্শনিক, আইন সংস্কারক ও সামাজিক চিন্তাবিদ্। বেন্থাম তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'An Introduction to the Principles of Morals and Legislation'-এ উপযোগবাদ আলোচনা করেন। উপযোগবাদে বেন্থামের অভিমত হল – 'মানুষ যদিও স্বভাববশে নিজ সুখ কামনা করে তবুও মানুষের উচিত 'সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক সুখ কামনা করা।' বেন্থামের মতে বিভিন্ন প্রকার সুখের মধ্যে কোনো গুণগত পার্থক্য নেই; কেবল পরিমাণগত পার্থক্য আছে। অর্থাৎ খেলার সুখ ও কবিতা পাঠ করা সুখের মধ্যে গুণগত কোনো পার্থক্য নেই; এদের মধ্যে তীব্রতা ও স্থায়িত্বের পার্থক্য আছে এবং এইরূপ পার্থক্যকে পরিমাণগত পার্থক্য বলা হয়। সুখের পরিমাপ নির্ধারণের জন্য বেন্থাম সাতটি মানদন্ডের উল্লেখ করেছেন, সেগুলি হল–

(1) তীব্রতা (Intensity),
(2) স্থায়িত্ব (Duration),
(3) নৈকট্য (Proximity),
(4) নিশ্চয়তা (Certainty),
(5) বিশুদ্ধি (Purity),
(6) উর্বরতা (Fecundity) ও
(7) বিস্তৃতি (Extent)।

সুখের এই সাতটি মানের দ্বারা পরিমাণ নির্ধারক সুখের প্রণালীকে সুখবাদের গণনা প্রণালী বলা হয়, যা বেন্থামের অন্যতম মৌল অবদান। বেন্থামের মতে মানুষ স্বভাবত আত্মপ্রেমী। তাহলে প্রশ্ন হবে, মানুষ আত্মপ্রেমী হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে অন্যের হিতসাধন করায় প্রবৃত্ত হয়? এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বেন্থাম চারটি বাহ্য নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন–

(i) প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ (Physical or Natural Sanction),
(ii) রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ (Political Sanction),
(iii) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Sanction) ও
(iv) ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ (Religions Sanction)

বেন্থামের মতে এই চার প্রকার বাহ্য বা বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের জন্যই আত্মপ্রেমী মানুষ অন্যের হিত সাধনে ব্রতী হয়। স্বাভাবিক ভাবেই বেন্থামের এই উপযোগবাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে বেশ কিছু আপত্তি ওঠে, সেগুলি হল– বেন্থাম সুখের পরিমাপ নির্ধারক যে গণনা পদ্ধতির কথা বলেছেন তা গ্রহণযোগ্য হয়নি। কারণ 'সুখদায়ক বস্তুর' পরিমাপ সম্ভব হলেও 'সুখের অনুভূতির' পরিমাপ সম্ভব নয়। তাছাড়া বেন্থাম বিভিন্ন প্রকার সুখের মধ্যে গুণগত পার্থক্যকে অস্বীকার করে মানুষের সুখকে পশুর সুখে পরিণত করেছেন। প্রত্যুত্তরে মিল বলেছেন- উপযোগবাদীরা নয়, বরং আপত্তিকারীরাই মানুষকে নিম্নস্তরের প্রাণী হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। কারণ তারা ধরেই নিয়েছেন যে, শুকর যে ধরনের সুখ অন্বেষণ করে মানুষও সেই রকম সুখ অন্বেষণ করে। মানুষ যে পশুর তুলনায় উন্নতমানের সুখ অর্জন করতে পারে, এই বিশ্বাস তারা হারিয়ে ফেলেছেন। মিলের মতে পশুর সুখ ও মানুষের সুখের ধারণা এক নয়। মানুষের বুদ্ধি আছে, বিবেক আছে, পশুর তা নেই।

জন স্টুয়ার্ট মিলের উপযোগবাদ হল বেন্থামের উপযোগবাদের একটি পরিমার্জিত রূপ। মিল উপযোগবাদের নীতিটি ব্যাখ্যা করেন 'Utilitarianism' গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'What Utilitarianism is'- এ। এখানে মিল প্রথমেই উপযোগবাদের মূল নীতিটি উল্লেখ করেছেন। নীতিটি হল: 'Action are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness. By happiness is intended pleasure, and the absence of pain; by unhappiness, pain and the privation of pleasure.' অর্থাৎ 'যে কাজগুলি যে অনুপাতে আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে সেই অনুপাতে সেগুলি যথোচিত, আর যে অনুপাতে কাজগুলি আনন্দের বিপরীত অনুভব উৎপাদন করে সেই অনুপাতে সেগুলি অনুচিত। আনন্দ বলতে বোঝানো হচ্ছে সুখের উপস্থিতি ও দুঃখের অভাব আর আনন্দহীনতা বলতে বোঝায় দুঃখের উপস্থিতি ও সুখের অভাব।'[৫]

মিল বিভিন্ন প্রকার সুখের মতে গুণগত পার্থক্য স্বীকার করেছেন। মিলের মতে বিভিন্ন প্রকার সুখের মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে, মানুষের উচিত উন্নতমানের সুখ কামনা করা এবং মানুষের কাছে এই উন্নতমানের সুখ হল দয়া-দাক্ষিণ্য, প্রেম-ভালোবাসা, পরার্থপরতার সুখ। এ প্রসঙ্গে মিল বলেছেন- "It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied."। অর্থাৎ 'সন্তুষ্ট শুকর হওয়ার চেয়ে অসন্তুষ্ট মানুষ হওয়া ভাল, সন্তুষ্ট মূর্খ হওয়ার চেয়ে অসন্তুষ্ট সক্রেটিস হওয়া ভাল।'[৬] মিল বেন্থামের বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণগুলিকে স্বীকার করেও অতিরিক্ত একটি নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন, তা হল 'আন্তর নিয়ন্ত্রণ'। মিলের মতে বাহ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তিকে অপরের সুখ চাইতে বাধ্য করলেও তা ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় পরোপকারে নিয়োজিত করতে পারে না। তার জন্য দরকার আন্তরনিয়ন্ত্রণ বা বিবেকবুদ্ধি (Conscience), সমবেদনা বা সহানুভূতি (Sympathy or fellow feeling)। এই আন্তর নিয়ন্ত্রনের জন্যই মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অপরের সুখকামনা করে। অতএব বলা যায় বেন্থামের উপযোগবাদ অধিক সরল ও গণনাভিত্তিক হলেও মিলের উপযোগবাদ নৈতিকভাবে অধিক উন্নত। মোট কথা হল, জেরেমি বেন্থাম ও জন স্টুয়ার্ট মিলের মতবাদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও উভয়েরই লক্ষ্য হল 'সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক সুখ সাধন'।

সর্বোদয় ও উপযোগবাদের তুলনামূলক আলোচনা:

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, গান্ধীজির 'সর্বোদয়' ও 'উপযোগবাদ' উভয় তত্ত্বের লক্ষ্য 'মানবকল্যাণ' হলেও এই দুই তত্ত্বের মধ্যে বিশেষ কিছু বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। বৈসাদৃশ্য প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় যে, উভয় তত্ত্বের নৈতিক ভিত্তি ভিন্ন। অর্থাৎ 'সর্বোদয়' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল 'সবার কল্যাণ বা হিতসাধন'। মহাত্মা গান্ধী তাঁর 'সর্বোদয়' ধারণাটি গঠন করেন ইংরেজ লেখক রাস্কিনের "Unto This Last" গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। সর্বোদয়- এর মূল ভিত্তি হল সত্য, অহিংসা, ট্রাস্টীশিপ। অন্যদিকে 'উপযোগবাদ' হল একটি ফলাফলভিত্তিক তত্ত্ব। এর প্রবক্তা হলেন জেরেমি বেন্থাম ও জন স্টুয়ার্ট মিল। উপযোগবাদের মূল কথা হল- "সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক সুখ সাধন"। অর্থাৎ এই মতে সর্বাধিক কল্যাণই হবে কোনো সামাজিক নীতি নির্ধারক মাপদন্ড। ধরা যাক, কোন একটি বিশেষ কাজের ফলে ১০০ জন ব্যক্তির মধ্যে যদি ৬০ জনের কল্যাণ বা হিতসাধন হয়, উপযোগবাদের নীতি অনুযায়ী সেই কাজটি হবে ভাল। কেননা এতে অধিক সংখ্যক ব্যক্তির হিতসাধন হচ্ছে; কিন্তু গান্ধীজীর মতে যদি কোন কাজের দ্বারা ১০০ জন মানুষের মধ্যে ৬০ জনের কল্যাণ হয় এবং ৪০ জনের অকল্যাণ হয় তাহলে সেই কাজকে কখনোই সমাজকল্যাণমূলক বলা যাবে না। কারণ সেই কাজের দ্বারা ৪০ জন ব্যক্তির অকল্যাণ সাধিত হচ্ছে। এই কারণেই গান্ধীজি উপযোগবাদীদের আদর্শকে যথোচিত বলেননি, তার মতে যদি কোন কাজের দ্বারা সমাজের একজন মানুষেরও অকল্যান হয় তাহলেও সেই কাজ সমাজ কল্যাণমূলক হতে পারে না। যে কাজের দ্বারা সমগ্র সমাজের কল্যাণ হয় তাই অনুসরণীয়। সর্বোদয় সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা সমান, এখানে লাইনের শেষে থাকা মানুষটিরও সমান মঙ্গল বা হিতসাধনের কথা বলা হয়। বিপরীতে, উপযোগবাদ সংখ্যা গরিষ্ঠের হিতসাধনের কথা বলে। এখানে সংখ্যালঘুর ক্ষতিসাধন ন্যায্য মানা হয়। তাছাড়া, গান্ধীজীর সর্বোদয় শুধুমাত্র সকলের কল্যাণ নয়; এ হল মানবসমাজের সার্বিক কল্যাণ, যেখানে সমগ্র মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ সুনিশ্চিত করা হয়। কিন্তু উপযোগবাদ সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণ নয়; বরং এ হল সংখ্যাগরিষ্ঠের কল্যাণ। এর থেকে আরও এক বৈসাদৃশ্য স্পষ্ট হয় যে, সংখ্যালঘু মানুষদের উপর উভয় মতবাদের প্রভাবও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন- সর্বোদয়ে সংখ্যালঘু বা দুর্বল মানুষের কল্যাণই মুখ্য। কিন্তু উপযোগবাদের লক্ষ্য যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের সুখবৃদ্ধি তাই এখানে সংখ্যালঘুর সুখ উপেক্ষিতও হতে পারে। সর্বোদয় সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের, এমনকি 'শেষ মানুষটির'ও সমান-মর্যাদার কথা বলে। কিন্তু উপযোগবাদে সংখ্যাগরিষ্ঠের সুখই গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোদয়ে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যতটা গুরুত্বপূর্ণ ততটাই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সেই লক্ষ্য পূরণের উপায়। এই মতে উপায় হবে 'অহিংসা'। অপরক্ষেত্রে উপযোগবাদে উদ্দেশ্যটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। উপযোগবাদের লক্ষ্য হল সংখ্যাগরিষ্ঠের সুখ সাধন, এখানে উপায়ের উপর তত বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রেও সর্বোদয় উপযোগবাদের তুলনায় অধিক সংবেদনশীল। সর্বোদয় সমাজের ভিত্তি হল গ্রাম। এখানে গ্রাম-রাজ এই ধারণা থেকে জানা যায় যে, এই মতে প্রতিটি গ্রাম হবে স্বনির্ভর ও স্বশাসিত। তবে উপযোগবাদে নির্দিষ্টভাবে গ্রামকে অগ্র অধিকার দেওয়া হয় না। যেখানে বেশি সংখ্যক মানুষের বেশি সুখ সম্ভব, এই মতবাদে তার গুরুত্বই বেশি। অর্থাৎ উপযোগবাদ প্রায়শই শহর কেন্দ্রিক। উভয় মতবাদের অর্থনৈতিক কাঠামোও ভিন্ন। সর্বোদয়ে যেখানে ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প ও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির কথা বলা হয়; উপযোগবাদে সেখানে বৃহৎ শিল্পে উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সর্বোপরি বলা যায়, সর্বোদয় কেবলমাত্র মানব জাতির কল্যাণের কথাই বলে না; বরং এখানে সকল জৈব সত্তার হিত সাধনের কথা বলা হয়। অর্থাৎ এখানে মানুষ ছাড়াও মনুষ্যেতর প্রাণী ও উদ্ভিদের বা সর্বভূতের কল্যাণ বা হিত সাধনের কথা বলা হয়। অপরক্ষেত্রে উপযোগবাদে মূলত মানুষের হিত সাধনেরই কথা বলা হয়। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গান্ধীজীর সর্বোদয় ধারণাকে বাস্তবায়িত করা অত্যন্ত কঠিন, সমালোচকদের মতে প্রায় অসম্ভব। কিন্তু

উপযোগবাদকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করা তুলনামূলক সহজ। এছাড়াও গান্ধীজীর সর্বোদয় হল বিকেন্দ্রীকরণ গ্রামীণ অর্থনীতি এবং উপযোগবাদ হল শিল্পায়ন ও আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি কল্যাণের নীতি।

পরিশেষে, মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত 'সর্বোদয়' এবং জেরেমি বেন্থাম ও জন স্টুয়ার্ট মিল প্রবর্তিত 'উপযোগবাদ'– এই দুই তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, উভয় মতবাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য মানবকল্যাণ হলেও তাদের নৈতিক ভিত্তি, পদ্ধতি ও ব্যবহারিক প্রয়োগ ব্যাপারে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। কাজেই এই গবেষণায় প্রতিপন্ন হয় যে, বাস্তব প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে উপযোগবাদ অধিক ব্যবহারিক। কারণ এটি দ্রুত ও ফলাফলভিত্তিক সমাধান প্রদানে সক্ষম। কিন্তু নৈতিক ও মানবিক সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে সর্বোদয় অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ সর্বোদয় কারোর ক্ষতির বিনিময়ে উন্নতিকে সমর্থন করে না। অতএব দৈনন্দিন নীতি নির্ধারণে উপযোগবাদ অধিক কার্যকর হলেও ন্যায়, সমতা ও স্থায়ী সমাজ গঠনে সর্বোদয় আদর্শগতভাবে শ্রেয়।

তথ্যসূত্র:

১. Varma, Viswanath Prasad. (1981). Modern Indian Political Thought (First Impression). Agra. Lakshmi Narain Agarwal Fducational Publishers, P. 425.
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলেশ। (২০১২)। বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন (দ্বিতীয় সংস্করণ)। কলকাতা, সদেশ, পৃ: ৮০।
৩. Lillie, William. (1957). An INTRODUCTION TO ETHICS (Reprinted). London, Methuen & co. Ltd, P. 184
৪. Frankena, William K. (1963). Ethics (Second Edition). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc, P. 34
৫. Mill, John Stuart. (1879). Utilitarianism (Chapter-II). The Floating Press, P. 14
৬. Ibid, P. 19

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. ভট্টাচার্য, সুজিত কুমার। মহাত্মা গান্ধী। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, জুলাই, ২০১১।
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈকত। বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন। নবোদয় পাবলিকেশন, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০২৩-২৪।
৩. পাল, সন্তোষ কুমার। ফলিত নীতিশাস্ত্র। লেভান্ত বুকস্, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১৭।
৪. মিত্র, অভিষেক। ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা কৌটিল্য থেকে অমর্ত্য সেন। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৫ আগস্ট, ২০২০।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলেশ। বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন। সদেশ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০১২।
৬. চক্রবর্তী, সোমনাথ। কথায় কর্মে এথিকস। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮।
৭. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র। সাম্মানিক নীতিবিদ্যা। বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, আগস্ট ২০১৫।
৮. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র। সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শন। বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জুন ২০০৫।
৯. Mill, J.S. 'Utilitarianism'. Collected Works of J.S.Mill, VoL-X, University of Toronto Press.
১০. Frankena, William. Ethics. Prent-Ice Hall, Inc, New Jersey.
১১. T.Desai, Jitendra. Ruskin UNTO THIS LAST. Navajiban Publishing House, Ahmedabad.
১২. T. Desai, Jitendra. Hind Swaraj or Indian Home Rule. Navajiban Publishing House, Ahmedabad.
১৩. Lillie, William. AN INTRODUCTION TO ETHICS. Methuen & co. Ltd. London, 1957.